কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০৪.১৯-৩৫৭ তারিখঃ ২৯ -০৯-২০২৪খ্রিঃ

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের উপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিভূক্ত নিম্নোক্ত ০৪ (চার)টি প্রকল্পের উপর গত ০৪/০৯/২০২৪ খ্রি. তারিখ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

ক) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
খ) কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
গ) আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
ঘ) শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প

২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভূক্তির জন্য এবং অনুমোদিত ডিপিপির নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি ০৩ (তিন) মাস পরপর সভা আহবানের কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে সভার নোটিশসহ কার্যপত্র সম্মানীত সদস্যদের বরাবর প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

২৯/০৯/২০২৪
মোহাম্মদ এমদাদুল হক
উপ-পরিচালক (পিপি)
ফোনঃ ৫৫০২৮৪৫০
e-mail: repon303@yahoo.com

কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২। প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক, শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।
২। পরিচালক (সকল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩। উপপরিচালক (পিপি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪। ফোকাল পয়েন্ট, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কমিটি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৫। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৬। সিস্টেম এ্যাডমিন (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি,ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি,ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন" শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ৮ম সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি: জনাব মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট,ঢাকা (Zoom Platform)।
তারিখ : ০৪/০৯/২০২৪ খ্রিঃ।
সময় : ১১:৩০ঘটিকায়, রোজঃ বুধবার।

উপস্থিতিঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ, পরিকল্পনা কমিশন এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, আইএমইডি এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, একনেক অনুবিভাগ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, মহাপরিচালক (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর), এইচবিআরআই এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা (পরিশিষ্ট-"ক")।

১.০ উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত ও Zoom Platform এ সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ''কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২১.০৮.২০২৪খ্রিঃ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক মঞ্জুরী আদেশ জারি করা হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলন ব্যয় ৭৩২০.৫০ লক্ষ টাকা। তিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনা করেন।

২.০ আলোচনাঃ

২.১: প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্পটি বর্তমান পেঁয়াজের বাজার ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান সংরক্ষণে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে বছরব্যাপি পেঁয়াজের সরবরাহ নিশ্চিত করে আমদানী নির্ভরতা কমানোই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। তিনি আরও জানান দেশের সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল ০৭ (সাত) টি জেলার (পাবনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ এবং মাগুরা) ১৮ (আঠার) টি উপজেলায় কৃষকের বাড়িতে ৯০০ (নয়শত) টি সংরক্ষণ ঘর নির্মাণের (পাইলট ব্যাসিসে) সংস্থান রয়েছে। পাশাপাশি পাবনা জেলায় ০৩ (তিন) টি এসেম্বল সেন্টার (সুজানগর, সাঁথিয়া, চাটমোহর) নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। প্রতিটি সংরক্ষণাগারের জন্য ৫টি কৃষক পরিবারের ১০ জন সদস্য পেঁয়াজ সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন এবং ১০ জনের মধ্যে ৫ জন সদস্য থাকবে নারী। এছাড়াও কৃষক, ব্যবসায়ী এবং কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষণ ঘর রক্ষণাবেক্ষণ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

২.২: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ৪৩১.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে রাজস্ব ১৮২.০০+মূলধন ২৪৯.০০লক্ষ টাকা)। যার মধ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অগগ্রতি জুলাই,২০২৪-১১ আগষ্ট,২০২৪ পর্যন্ত) ৮.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (২.০২%)। প্রকল্প শুরু থেকে আগষ্ট,২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৯৪৭.৮৩ লক্ষ টাকা (২৬.৬০%) সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী।

২.৩: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রধান প্রধান খাত সমূহের কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

সভায় অবহিত করা হয় যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ ৪৩১.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে রাজস্ব ব্যয় ১৮২.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ব্যয় ২৪৯.০০ লক্ষ টাকা। জুলাই, ২০২৪ হতে আগষ্ট,২০২৪ পর্যন্ত) ৮.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (২.০২%) ও ভৌত অগ্রগতি ৩%। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ৩০০ (তিনশত) টি সংরক্ষণ ঘর, ৩০০ (তিনশত) টি নরমাল সাইনবোর্ড, ৩০০ (তিনশত) টি ডিজিটাল ওজনমাপক যন্ত্র, ৩০০ (তিনশত) টি ত্রিপল, ৩০০ (তিনশত) টি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও সংযোগ, ৩০০ (তিনশত)টি হাইগ্রোমিটার, ১,৮০০ (এক হাজার আটশত) টি বৈদ্যুতিক পাখা ক্রয়সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৪: বিবিধঃ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের সময়ভিত্তিক এবং বাস্তবায়নযোগ্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা দ্রুততম সময়ে প্রস্তুত ও চূড়ান্ত করে সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের মধ্যে সকল দরপত্র আহবান করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত পূর্বক সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করতে হবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার নির্মাণের জন্য সুবিধাভোগী কৃষক নির্বাচণের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি দেয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া ঘরগুলো কিভাবে তৈরী করা হয়েছে বা ঘরে পণ্য রাখার উপকারিতা নিয়ে একটি ভিডিও ক্লীপ তৈরী করে সর্বত্র প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার গুলোর মাচা অবশ্যই ইউক্যালিপটাস গাছের কাঠ দিয়ে (ডিপিপি অনুযায়ী) করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার ঘরের জন্য নিধার্রিত পর্দা পৃথক ভাবে দরপত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প/কর্মসূচি'র আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের দরপত্র আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞাপন পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০(২) মোতাবেক নির্ধারিত ছকে অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ও পত্রিকায় প্রকাশ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩: সভার সিদ্ধান্তসমূহঃ

সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং উপস্থিত এবং সংযুক্ত সকল সদস্যের বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্মোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১: বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের মধ্যে সকল দরপত্র আহবান করতে হবে।

৩.২: কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত পূর্বক সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ে বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৩.৩: পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার নির্মাণের জন্য সুবিধাভোগী কৃষক নির্বাচণের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে।

৩.৪: কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার ঘরের জন্য নিধার্রিত পর্দা পৃথক ভাবে দরপত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে।

৩.৫: পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার কিভাবে তৈরী করা হয়েছে বা ঘরে পণ্য রাখার উপকারিতা নিয়ে একটি ভিডিও ক্লীপ তৈরী করে সর্বত্র প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার গুলোর মাচা অবশ্যই ইউক্যালিপটাস গাছের কাঠ (ডিপিপি অনুযায়ী) দিয়ে করতে হবে।

৩.৬: প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের ক্রয়কারী প্রাক-যোগ্যতার আদর্শ দলিলসমূহ (Standard Documents) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (HOPE)কর্তৃক অনুমোদন, দরপত্র আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞাপন পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০(২) মোতাবেক নির্ধারিত ছকে অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ও পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে।

৩.৭: প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের সকল দরপত্র সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সদর দপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে বিক্রয়ের এবং দরপত্র দাখিলের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

অত:পর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬/৯/২০২৪.

মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪- ২০২৫ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র (পিআইসি) ৮ম সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : জনাব মোঃমাসুদ করিম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা (Zoom Platform)।
তারিখ : ০৪/০৯/২০২৪ খ্রিঃ।
সময় : ১২:২০ ঘটিকায়, রোজঃ বুধবার।

উপস্থিতিঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ, পরিকল্পনা কমিশন এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, আইএমইডি এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, একনেক অনুবিভাগ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, মহাপরিচালক (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর), স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী (এলজিইডি) এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা (পরিশিষ্ট-"ক")।

১.০ উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত ও Zoom Platform এ সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, "আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" টি বিগত ১৫-০৬-২০২২ তারিখে মোট ৪২৭৬.৭৪ লক্ষ (বিয়াল্লিশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি,২০২২ থেকে জুন, ২০২৬ মেয়াদে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং বিগত ২১-০৬-২০২২ তারিখে প্রকল্পটির অনুকূলে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। এছাড়া প্রকল্পটি গত ২৫-০৬-২০২৪ তারিখে মোট ৪৯১৪.৫২ লক্ষ (উনপঞ্চাশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়ন মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে অনুমোদিত হয়। তিনি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বাজেট বরাদ্দ, প্রকল্প কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রধান প্রধান খাত সমূহের ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা ধারাবাহিকভাবে সভায় উপস্থাপন করেন।

২.০ আলোচনাঃ

২.১: প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক জানান, বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, প্রকল্পের আওতায় দেশের সবচেয়ে অধিক আলু উৎপাদনশীল ১৭টি জেলা যথাঃ ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, চাঁদপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলার ৭৬টি উপজেলায় ৭০৩টি আলুর সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ ও ৭০৩টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হবে। আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২১৬ জন আলু প্রক্রিয়াজাতকারীকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। আগ্রহী প্রতিজন উদ্যোক্তাকে ১১টি আইটেমের আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতির একটি করে প্যাকেজ সরবরাহের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও

আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা হবে। আলু রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিকারকগণের সাথে আলু চাষী ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সংযোগ স্থাপন করা হবে।

২.২: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ৭১৪.০০ লক্ষ টাকা [রাজস্ব ৪৬০.০০ ও মূলধন ২৫৪.০০ লক্ষ টাকা]। যার মধ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অগ্রগতি জুলাই, ২০২৪ হতে আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত) ২৩.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (৩.২৪%)। প্রকল্প শুরু থেকে আগস্ট, ২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৭৬৬.৪২ লক্ষ টাকা (৫৬.৩০%)।

২.৩: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

সভায় অবহিত করা হয় যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৭১৪.০০ লক্ষ টাকা [রাজস্ব ৪৬০.০০ ও মূলধন ২৫৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ায় আরডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী ১৩৭২.০০ (তের কোটি বাহাত্তর লক্ষ) টাকার এডিপি পুনঃবরাদ্দের প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ২৩১টি আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দরপত্র আহবানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ৩টি কিয়স্ক, ২৩০টি প্রদর্শনী বোর্ড, ৪০টি সাইনবোর্ডসহ অন্যান্য ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মাসের মধ্যে এডিপি অনুযায়ী সকল দরপত্র আহবান সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ১৮৩ ব্যাচ কৃষক বিপণন দলের প্রশিক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ২২ব্যাচ, কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন আয়োজন ১১টি, মাঠ দিবস আয়োজন-১১২টি আয়োজন কার্যক্রম চলমান।

২.৪: প্রকল্প সংশোধন সংক্রান্ত আলোচনাঃ

সভাপতির জানান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় "আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প" টি সময়োপযোগী একটি প্রকল্প। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে আলু ফসল সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থায় প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল দরপত্র আহবান ও বরাদ্দ অনুযায়ী কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৫: বিবিধঃ

প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রধান কাজ প্রকল্প এলাকার অধিক আলু উৎপাদনকারী এলাকার কৃষকদের বসতবাড়িতে ৭০৩টি আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ করা। কিন্তু ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুযায়ী মাত্র ২৮টি মডেল ঘর নির্মাণের জন্য অর্থের সংস্থান রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ২৩১টি মডেল ঘর নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সে অনুযায়ী মডেল ঘর নির্মাণ খাতে ৮৭৩.১৮ লক্ষ টাকাসহ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট ১৩৭২.০০ (তের কোটি বাহাত্তর লক্ষ) টাকা পুনঃবরাদ্দ প্রয়োজন। ইতোমধ্যে এএমএস সফটওয়্যার এ এন্ট্রি করে পুনঃবরাদ্দের প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের সময়ভিত্তিক এবং বাস্তবায়নযোগ্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা দ্রুততম সময়ে প্রস্তুত ও চূড়ান্ত করে সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের মধ্যে সকল দরপত্র আহবান করার জন্য নির্দেশনা দেওয়ায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চলমান সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে ডিপিপি'তে সন্নিবেশিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট বিধিমোতাবেক যথাযথ ও সেপ্টেম্বর ২০২৪

মাসের মধ্যে সম্পন্নকরণ এবং এডিপি'তে প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের পর কোন প্রকল্প/কর্মসূচির পণ্য, কার্য ও সেবার ব্যয় প্রাক্কলন ও ক্রয় পদ্ধতি HOPE কর্তৃক অনুমোদনের জন্য গ্রহণ করা হবেনা। সরকারি তহবিলের দ্বারা পণ্যসামগ্রী ক্রয়ে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধির যথাযথ প্রয়োগ, অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এখন থেকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প/কর্মসূচি'র আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্যসামগ্রী অধিদপ্তরের গঠিত মনিটরিং কমিটি/প্রতিনিধি অনুমোদিত স্পেসিফিকেশনের ভিত্তিতে গুণগতমান অনুযায়ী যাচাই/বাছাই এর সুবিধার্থে কার্যাদেশ অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন করার জন্য সভাপতি পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত পূর্বক সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাবর প্রেরণ করতে হবে। আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণের জন্য সুবিধাভোগী কৃষক নির্বাচণের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি দেয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া ঘরগুলো কিভাবে তৈরী করা হয়েছে বা ঘরে পণ্য রাখার উপকারিতা নিয়ে একটি ভিডিও ক্লীপ তৈরী করে সর্বত্র প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আলু সংরক্ষণাগার ঘরগুলোর মাচা অবশ্যই ইউক্যালিপটাস গাছের কাঠ দিয়ে (ডিপিপি অনুযায়ী) করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প/কর্মসূচি'র আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের দরপত্র আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞাপন পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০(২) মোতাবেক নির্ধারিত ছকে অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ও পত্রিকায় প্রকাশ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.০ **সিদ্ধান্তঃ**

সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং সংযুক্ত সকল সদস্যের বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্মোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং আলু সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;

৩.২: কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত পূর্বক সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাবর প্রেরণ করতে হবে;

৩.৩: আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণের জন্য সুবিধাভোগী কৃষক নির্বাচণের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে।

৩.৪: আলু সংরক্ষণাগার কিভাবে তৈরী করা হয়েছে বা ঘরে পণ্য রাখার উপকারিতা নিয়ে একটি ভিডিও ক্লীপ তৈরী করে সর্বত্র প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আলু সংরক্ষণাগার ঘরগুলোর মাচা অবশ্যই ইউক্যালিপটাস গাছের কাঠ (ডিপিপি অনুযায়ী) দিয়ে করতে হবে।

৩.৫ প্রকল্প আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের ক্রয়কারী প্রাক-যোগ্যতার আদর্শ দলিলসমূহ (Standard Documents) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদন, দরপত্র আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞাপন পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০(২) মোতাবেক নির্ধারিত ছকে অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ও পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে।

৩.৬ সকল প্রকল্প আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের সকল দরপত্র সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সদর দপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

অত:পর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬/৮/২০২৪

মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

কৃ. বই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট,
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ "কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৮ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ মাসুদ করিম
	:	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, (Zoom platform)।
তারিখ ও বার	:	০৪/০৯/২০২৪খ্রিঃ, বুধবার।
সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-"ক"

১.০ উপস্থাপনা:

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানান। অতঃপর তিনি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মফিদুল ইসলামকে সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করার অনুরোধ জানান। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন।

২.০ আলোচনা:

তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটি মূলত: অবকাঠামো নির্মাণধর্মী। প্রকল্পের আওতায় ২১টি জেলায় মোট ২১টি অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। যার মধ্যে ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ৬ষ্ঠ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ভবনে ৪র্থ ও ৫ম তলা উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ও বরিশাল বিভাগীয় শহরে পাঁচ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট চার তলা ভবন এবং উনিশটি জেলায় চার তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট তিন তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। আরডিপিপি অনুযায়ী ১৭(সতের)টি জেলায় জমি অধিগ্রহণের সংস্থান আছে এবং ইতোমধ্যে ০৯টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ০৮টি জেলার মধ্যে সুনামগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত ব্যয় প্রাক্কলন অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতির নিমিত্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং কৃষি মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অবহিত করেন। কুড়িগ্রাম জেলায় খাস জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের জন্য জেলা প্রশাসক হতে চাহিত সকল তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলার কৃষি বিপণন কর্মকর্তা অবহিত করেন যে, চূড়ান্ত ব্যয় প্রাক্কলনের কাজ চলমান রয়েছে এবং জেলা প্রশাসক হতে চূড়ান্ত ব্যয় প্রাক্কলন পাওয়ার পর দ্রুত অর্থমন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতির জন্য প্রেরণ করা হবে। তাছাড়া পঞ্চগড়, কক্সবাজার, দিনাজপুর ও হবিগঞ্জ জেলার ভূমি অধিগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলায় ২৫ শতাংশ জমির জটিলতার কারণে অন্য জমি অনুসন্ধান করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মকর্তা অবহিত করেন। অতপর প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, বরিশাল জেলার প্রশাসনিক

অনুমোদন পাওয়া গেছে। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ, নগর উন্নয়ন ও ইউনিয়ন পরিষদের অনাপত্তির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক হতে প্রাথমিক প্রস্তাব পাওয়া গেছে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য যথাশীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হবে। এ ছাড়াও বগুড়া জেলায় একটি জমির অনুসন্ধান পাওয়া গেছে বলে সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, বগুড়া অবহিত করেন। এ প্রেক্ষিতে জরুরী ভিত্তিতে প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করে প্রাথমিক প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, বগুড়া বরাবর প্রেরণ করা হবে। প্রকল্প পরিচালক সভায় আরো উল্লেখ করেন যে, জমি অধিগ্রহণ খাতে যে টাকা রয়েছে তা দিয়ে সকল জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই ডিপিপি সংশোধন করে নির্মাণ খাতের উদ্বৃত্ত টাকা জমি অধিগ্রহণ খাতে নেওয়া যেতে পারে। প্রকল্প পরিচালক অপর দিকে প্রকল্পের মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত জমি ডিএই ও বিএডিসি হতে প্রাপ্ত মোট ১৪টি জেলায় নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। পাঁচটি জেলায় নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে এবং অন্য পাঁচটি জেলায় নির্মাণ কাজ ৫০-৬০% শেষ হয়েছে। চারটি জেলায় নির্মাণ কাজ কেবল শুরু করা হয়েছে। ২১টি জেলায় নির্মাণ কাজ বর্তমান প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ ৩০ জুন, ২০২৫এর মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে না বলে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের মেয়াদ আরও দুই বছর বৃদ্ধি করে ডিপিপি সংশোধন করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে সভায় উপস্থিত ও জুমে সংযুক্ত সকল সদস্যগণের মতামত জানতে চাওয়া হলে জুমে সংযুক্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ ফিরোজ আহম্মেদ জানান যে, চলমান নির্মাণ কাজ দ্রুত সময়ে সম্পন্ন করে হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কাজের গুণগত মান বজায় রেখে কাজগুলি সম্পন্ন করতে প্রকল্পের মেয়াদ আরও দুই বছর বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে মতামত দেন। এক্ষণে সভার সভাপতি No Cost অথবা যৌক্তিকভাবে ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্পের মেয়াদ দুই বৎসর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত দেন।

প্রকল্প পরিচালক আরও জানান, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে ১০০,০০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে রাজস্ব খাতে ১৪৩.০০ লক্ষ টাকা ও মূলধন খাতে ৯৮৫৭.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত এডিপি বরাদ্দ মোতাবেক প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা করে সংস্থা প্রধান মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১: গত ১২ জুন, ২০২৪ **তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

১২ জুন, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধন না থাকায় কার্যবিবরনীটি নিশ্চিত করা হয়।

ক্র.	সভার সিদ্ধান্ত	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা মোতাবেক শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	**২০২৩-২৪ অর্থবছরে** অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কিছু কিছু খাতে ব্যয় সংকোচনের জন্য নির্দেশনা থাকায় এবং ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয়ের জন্য পূর্বানুমোদন না পাওয়ায় শতভাগ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। ফলে আরএডিপি অনুযায়ী **কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা** মোতাবেক ৫৮.৫৪% ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে।
২	সুনামগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার ভূমির ক্ষতিপূরণ/মুল্য পরিশোধের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে যোগাযোগপূর্বক দ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	সুনামগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার ভূমির ক্ষতিপূরণ/মুল্য পরিশোধের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগপূর্বক পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র.	সভার সিদ্ধান্ত	গৃহীত ব্যবস্থা
৩	প্রকল্পের আওতায় যে ০৫ (পাঁচ)টি জেলায় নির্মাণ কাজ সমাপ্তের পথে সেসকল জেলায় নির্মাণ দ্রুত শেষ করতে হবে	প্রকল্পের আওতায় **সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা** ও **পিরোজপুর** জেলার নির্মাণ কাজ আগামী ১-২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করে হস্তান্তর করবে বলে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ আস্বস্ত করেন।

২.২ : প্রকল্প পরিচালক চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, সংশোধিত আরডিপিপি মোতাবেক চলতি অর্থবছরে আসবাবপত্র, ব্যবহার্য সামগ্রী ও প্রসেসিং যন্ত্রপাতি ক্রয় করার নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা ক্রয় পদ্ধতি হেড অফ প্রকিউরিং এনটিটি (HOPE) অনুমোদন করেছেন। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় ফিল্ড পর্যায়ে ১৮ ব্যাচ কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের বর্ণনার প্রেক্ষিতে সভায় সভাপতি বলেন যে, সকল প্রকল্পের দরপত্র আহবানের পূর্বে আইটেম ভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন প্রণয়নপূর্বক দ্রুত টেন্ডার আহবান করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক জেলা প্রশাসকদের দৃষ্টি আর্কষণ করেন এবং পরিশেষে বলেন যে, প্রত্যেকটি নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখার বিষয়ে তদারকি জোরদারকরণের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের সময়ভিত্তিক এবং বাস্তবায়নযোগ্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা দ্রুততম সময়ে প্রস্তুত ও চূড়ান্ত করে সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের মধ্যে সকল দরপত্র আহবান করার জন্য নির্দেশনা দেওয়ায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চলমান সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে ডিপিপি'তে সন্নিবেশিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট বিধিমোতাবেক যথাযথ ও সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের মধ্যে সম্পন্নকরণ এবং এডিপি'তে প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের পর কোন প্রকল্প/কর্মসূচির পণ্য, কার্য ও সেবার ব্যয় প্রাক্কলন ও ক্রয় পদ্ধতি HOPE কর্তৃক অনুমোদনের জন্য গ্রহণ করা হবেনা। সরকারি তহবিলের দ্বারা পণ্যসামগ্রী ক্রয়ে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধির যথাযথ প্রয়োগ, অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এখন থেকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প/কর্মসূচি'র আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্যসামগ্রী অধিদপ্তরের গঠিত মনিটরিং কমিটি/প্রতিনিধি অনুমোদিত স্পেসিফিকেশনের ভিত্তিতে গুণগতমান অনুযায়ী যাচাই/বাছাই এর সুবিধার্থে কার্যাদেশ অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন করার জন্য সভাপতি পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত পূর্বক সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে দ্রুততার সাথে ২য় সংশোধনীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প/কর্মসূচি'র আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের দরপত্র আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞাপন পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০(২) মোতাবেক নির্ধারিত ছকে অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ও পত্রিকায় প্রকাশ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৩ বিবিধ: প্রকেল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ যথাসময়ে সম্পন্ন করা চ্যালেঞ্জ:

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বার বার তাগিদা দেওয়ার পরও যথাসময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া, ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্মাণ কাজে ধীরগতি পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে।

৩। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ :

৩.১। যৌক্তিক খাতসমূহে ব্যয় বৃদ্ধি/No Cost এ প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির জন্য ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৩.২। সুনামগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় ভূমির ক্ষতিপূরণ/মূল্য পরিশোধের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে যোগাযোগপূর্বক দ্রুত পূর্বানুমোদন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৩। প্রকল্পের আওতায় যে ০৫ (পাঁচ)টি জেলায় ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্তের পথে সেসকল জেলায় নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করে হস্তান্তর গ্রহণকরতে হবে এবং অন্যান্য জেলাসমূহের চলমান নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য তাগিদ দিতে হবে।

৩.৪। বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের মধ্যে সকল দরপত্র আহবান করতে হবে।

৩,৫। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত পূর্বক সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৩.৬। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের ক্রয়কারী প্রাক-যোগ্যতার আদর্শ দলিলসমূহ (Standard Documents) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদন, দরপত্র আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞাপন পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০(২) মোতাবেক নির্ধারিত ছকে অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ও পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে।

৩.৭। সকল প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের সকল দরপত্র সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সদর দপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

সভায় আর কোনো আলোচ্যসূচী না থাকায়, সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬/৯/২০২৪

মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি,ফার্মগেট,
ঢাকা-১২১৫।

বিষয় : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন" প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৩য় সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি : জনাব মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা ও (Zoom Platform)।

তারিখ ও বার : ০৪/০৯/২০২৪ খ্রিঃ, বুধবার।

সময় : দুপুর ১২:৩০ ঘটিকা।

উপস্থিতি : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, আইএমইডি এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, একনেক অনুবিভাগ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ Zoom Platform এ অংশগ্রহণ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতি দেখানো হয়েছে (পরিশিষ্ট-"ক")।

১.০ উপস্থাপনা :

সভাপতি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ ও Zoom Platform এ সংযুক্ত সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক ড.ফাতেমা ওয়াদুদ জানান যে, **"শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন"** প্রকল্পটি অক্টোবর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২৯.১১.২০২৩ খ্রিঃ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক মঞ্জুরী আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপিতে ১৮৬৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ সময় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়।

২.০ আলোচনা :

২.১ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচনা :

প্রকল্প পরিচালক জানান **"শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন"** প্রকল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান কৃষকের উৎপাদিত ফসল গুদামে সংরক্ষণের বিপরীতে কৃষকদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। তিনি আরও জানান দেশের ২৭টি জেলার ৫৬ টি উপজেলার ৮১ টি গুদাম কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃষক, উপকারভোগী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য শস্য গুদামে ফসল সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়াও গুদাম রক্ষক, গুদাম উপদেষ্টা কমিটি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে।

২.২ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রধান প্রধান খাত সমূহের কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :

সভায় অবহিত করা হয় যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ১৮৬৫.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে রাজস্ব ব্যয় ৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ব্যয় ১২৯০.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান প্রধান

কার্যক্রমের মধ্যে চলমান অর্থবছরে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ-৮১ টি,সুইং মেশিন -২২টি, বীজ ক্লিনিং এন্ড গ্রেডিং মেশিন -৫টি,ময়েশ্চার মিটার-৭৯টি, ফিউমিগেশন সীট-৭৯টি, বস্তা-৮০০০০টি, গবেষনা সরঞ্জামাদি - ৮টি গুদামের, ইলেক্ট্রনিক সাইন বোর্ড-৭৯টি, ডিজিটাল ওজন মাপক যন্ত্র-৭৯টি,ধানদানাদার/ জাতীয় শস্যের ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ প্রতিবেদন-১টি, কম্পিউটার সফটওয়ার (গুদাম তথ্য ডিজিটালাইজেশান করা) (সফটওয়ার ডেভলপ ও অন্যান্য কাজ)-১টি ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র -৭৯টিসহ মোট ২৩টি টেন্ডার প্রক্রিয়ার মধ্যে ১৫টির বাজার মূল্য যাচাই কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ২ ব্যাচ (৩২ জন) গুদাম রক্ষক রিফ্রেসার্স কোর্স, ২৫ ব্যাচ (১২৫জন) গুদাম উপদেষ্টা কামিটির সতেজক প্রশিক্ষণ, ৫২ ব্যাচ (১৫৬০ জন) ক্ষুদ্র কৃষক দলনেতা/সুবিধাভোগীর প্রশিক্ষণ ও ৭ ব্যাচ (১৪০ জন) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহারকারীর প্রশিক্ষণসহ মোট ৮৬ ব্যাচ (১৮৫৭ জন) প্রশিক্ষণ সিডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত ২৭টি মটর সাইকেল, ৮১টি বাইসাইকেল ও ৭৯টি ভ্যানগাড়ি ক্রয় বাবদ অর্থের সংস্থান রয়েছে।কিন্তু ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র মোতাবেক যানবাহন খাতে কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না মর্মে বিধি নিষেধ থাকায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সম্মতি না হলে উক্ত খাতে অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না। যা প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিতে প্রভাব পড়বে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত পূর্বক সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের দরপত্র আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞাপন পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০(২) মোতাবেক নির্ধারিত ছকে অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ও পত্রিকায় প্রকাশ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৩: গত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক্র: নং	সিদ্ধন্ত সমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১।	সভায় উপস্থাপিত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন করতে হবে;	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ২০৬.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৯১.২০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়। উক্ত ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ১৬২.০০ টাকা (৭৮.৬৪%) টাকা ব্যয় করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, হতে পরিবহন সেবা খাতের ৫,২৩,৭৮০/-টাকা, জাতীয় সেমিনার খাতের ৭,১৯,৯৯০/-টাকা, মূদ্রন ও বাধাই খাতের ৪,০৯,৪২০/-টাকা, প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাতের ৩,১৭,৭০০/-টাকা এবং ভ্রমন খাতের ১,৯৯,৩১৭/- টাকার বিল পাশ না করায় সর্বমোট ২১,৭০,২০৭/- টাকা অপরিশোধিত থেকে যায়। এছাড়া বেতন ও ভাতাদি , পেট্রোল-লুব্রিকেন্ট, পরিবহন সেবা ও দরপত্রের প্রাক্কলিত দর হতে টেন্ডার মূল্য কম হওয়ায় ৭,৮৫,৭৯১/- টাকাসহ সর্বমোট ২৯,৫৫,৯৯৮/-টাকা অব্যায়িত থাকে। এ কারণে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি কম হয়েছে।

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২।	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ডিপিপিতে সন্নিবেশিত কর্ম পরিকল্পনা ০অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট কাজ শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে;	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত অনুমোদিত কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট কাজ শতভাগ নিশ্চিত করা হয়েছে।
৩।	ক্রয়কৃত সকল পণ্যের অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন ও গুনগত মান ও সংখ্যা বুঝে নিয়ে বিল পরিশোধ করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৪।	প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। যা বর্তমানেও চলমান আছে।

৩.০ সিদ্ধান্ত : উপস্থিত এবং সংযুক্ত সকল পিআইসি সভার সদস্যের বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্মোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

৩.১ : কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের সময়ভিত্তিক এবং বাস্তবায়নযোগ্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা দ্রুততম সময়ে প্রস্তুত ও চূড়ান্ত করে সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের মধ্যে সকল দরপত্র আহবান করতে হবে।

৩.২ : কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত পূর্বক সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ে বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৩.৩: প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের ক্রয়কারী প্রাক-যোগ্যতার আদর্শ দলিলসমূহ (Standard Documents) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদন, দরপত্র আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞাপন পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০(২) মোতাবেক নির্ধারিত ছকে অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ও পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে।

৩.৪: প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের সকল দরপত্র সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সদর দপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

অত:পর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬/৯/২০২৪

মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।